গোপালগঞ্জ সোশ্যল্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

Gopalganj Social Welfare Association (GSWA)

২১৪ উদয়ন রোড, গোপালগঞ্জ- ৮১০০
নিবন্ধন নং -৮২৩/১৪
স্থাপিত:২৫/১০/২০১৩
Email:gswa2510@gmail.com

গঠনতন্ত্র

বন্ধুত্ব **সেবা** **শান্তি** **উন্নয়ন**

মুখবন্ধ

শিক্ষাঙ্গন, সাহিত্যাঙ্গন ও জাতীয় নেতৃত্বের বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানকে জন্মদিয়ে ধন্য গোপালগঞ্জ। এ মাটিকে পূণ্যভূমিতে পরিণত করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শামসুল হক, মতুয়া দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ঔপন্যাসিক রমেশ চন্দ্র সেন, লেখক ও সাংবাদিক মৌঃ আব্দুল হাকিম, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ এ জেলাকে করেছে মহিমান্বিত এবং জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের অংশ।

তা সত্ত্বেও নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কর্ম বিমুখতা, অসহায়ত্ব, দুঃস্থতা, দারিদ্র, পঙ্গুত্ব, ব্যাধি, জরা, সামাজিক অনাচার, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তির ভয়াবহতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বাংলাদেশের অন্য দশটি জনপদের মত আমাদের এ প্রিয় গোপালগঞ্জেও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব পোষণ করে গোপালগঞ্জের কিছু সংখ্যক উৎসাহী সমাজসেবী, শিক্ষিত তরুণ ও যুবকের উদ্যোগে এই অলাভজনক, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গোপালগঞ্জ সোশ্যল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (GSWA) এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। সংগঠনের মূলনীতি বন্ধুত্ব, সেবা, শান্তি ও উন্নয়ন। এই গঠনতন্ত্র সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যের পবিত্র আমানত - যা অত্র সংগঠনের ভিত্তি। কোন সাধারণ সদস্য, কার্যনির্বাহী সদস্য অথবা অন্যান্য পরিষদ সদস্য এই গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ধারা, উপধারা ও অনুচেছদ মোতাবেক সমাধান করতে হবে। এই গঠনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে প্রণীত এবং সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ধারা বা উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংশোধন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অত্র সংগঠনের সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য, ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান/পক্ষ এই গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা, উপধারা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

গোপালগঞ্জ সোশ্যল্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (GSWA)

ধারা - ১ সংগঠনের ঠিকানা :

অস্থায়ী কার্যালয় : ২১৪ উদয়ন রোড, গোপালগঞ্জ - ৮১০০। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সংগঠনের কার্যালয় গোপালগঞ্জ শহরের যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাবে। সংগঠনের কার্যালয় স্থানান্তরিত হলে ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

ধারা - ২ সংগঠনের নাম :

ধারা - ৩

(ক) মনোগ্রাম :

- বৃত্তটি নির্দেশ করে সমিতি একটি সুনিষ্ট গঠনতন্ত্র দ্বারা আবৃত
- দুটি হাত সেবকের হাত যা সমাজসেবা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত
- চারটি ফুলের পাপড়ী যা সংগঠনের চারটি মূলনীতি (FRIENDSHIP, SERVICE, PEACE, DEVELOPMENT)

(খ) পতাকা : শান্তির প্রতীক সাদা জমিনের মাঝখানে সংগঠনের লোগো।

ধারা - ৪ সংগঠনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা :

গোপালগঞ্জ জেলা। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গোপালগঞ্জ জেলার সীমানায় অবস্থিত জেলাসমূহে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা - ৫ সংগঠনের ধরণ :

এ সংগঠনটি একটি বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী, অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এক বা একাধিক বিষয়ের বা বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যক্রমের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণ ও মানবহিতৈশী এ সংগঠন বন্ধুত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে এলাকার তথা সমাজের অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ জনগোষ্টির জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ধারা - ৬ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবেঃ

(১) (ক) কর্ম এলাকার জনসাধারণের মধ্যে হত-দরিদ্রের জন্য শিশু-শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান।

(খ) আইন ও নাগরিক সচেতনতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ।

(গ) জনসাধারণ বিশেষত ছাত্র- ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) (ক) দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী, বেকার পুরুষ ও মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(খ) ভিক্ষা নিরোধে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৩) ধূমপান ও মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য জনগণকে উদ্ধুদ্ধকরণ।

(৪) ডায়াবেটিস, ক্যানসার, হৃদরোগ, এইড্স ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনকরণ।

(৫) দুঃস্থ ও গরীব লোকদের জন্য বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, স্বেচ্ছায় রক্ত দান, বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান।

(৬) দুঃস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ।

(৭) অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও পক্ষঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসনে সহায়তাকরণ।

(৮) কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও সমাজে পুনবার্সনের জন্য বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ।

(৯) জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে কর্মসূচি গ্রহণ।

(১০) "শাস্তি নয় সংশোধন"- এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে কিশোর অপরাধীদের কল্যাণে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ।

(১১) শিশু, কিশোর ও যুবকদের মননশীলতা গঠনে নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, সাহিত্য ও শিল্পকলা চর্চা ইত্যাদির আয়োজন করা এবং অংশ নেয়া।

(১২) প্রায় হারিয়ে যেতে বসা নৌকা বাইচ, ঘুড়ি উড়ানো, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন করা ।

(১৩) প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ রোধে সচেতনতা তৈরি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ।

(১৪) বিভিন্ন দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা।

(১৫)নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করাসহ বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রচারণার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম,কনফারেন্স,ওয়ার্কশপ, র‌্যালী ইত্যাদির আয়োজন অথবা অন্য কোন আয়োজকের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অংশ নেয়া।

(১৬) জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা।

(১৭) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে পথ নাটক, খালি গলায় গান, প্রায় বিলুপ্ত লোকজ সঙ্গীত, মুক্তিযুদ্ধের গান, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, পাঠচক্র অনুশীলনে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(১৮) সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সরকারী অন্যান্য কর্মকান্ডে অংশ নেয়া।

ধারা - ৭ সদস্যপদ ঃ সদস্যের শ্রেণী নিম্নলিখিত ৫(পাঁচ)

ধরণের হবে :

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
(খ) সাধারণ সদস্য।
(গ) আজীবন সদস্য।
(ঘ) দাতা সদস্য।
(ঙ) স্বেচ্ছাসেবক সদস্য।

ধারা - ৮ সদস্য হবার যোগ্যতা :

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য :

যে সকল সদস্য এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বাক্ষরদাতা (**Signatory**) হবে তারা সকলে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) সাধারণ সদস্য ঃ

(১) গোপালগঞ্জের অধিবাসী অথবা গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকারী নূণ্যতম ১৮(আঠারো) বছর বয়সী এবং এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে আগ্রহী এবং এ ধারায় বর্ণিত অন্য সকল উপধারা মান্যকারী যে কোন ব্যক্তি আবেদনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

(২) রাষ্ট্রীয় ও সংবিধান বিরোধী কোন প্রকার কর্মকান্ডে যুক্ত না থাকা।

(৩) কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা বিভাজন সৃষ্টি হয় এমন কোন কার্যক্রমে যুক্ত না থাকা।

(৪) মদ, জুয়া, মাদকাসক্তি এবং অন্যান্য অসমাজিক কার্যক্রমে যুক্ত না থাকা।

(৫) বিগত ১০ (দশ) বছরের মধ্যে কোন প্রকার ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত না হওয়া।

(৬) সৎ চরিত্রের অধিকারী।

(৭) সর্ব্বদা স্বেচ্ছাশ্রম ও সমাজসেবায় অংশ নেয়ার মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া।

(৮) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত নিবন্ধন ফি এবং মাসিক চাঁদা জমা দিয়ে একজন প্রস্তাবকারী (সদস্য) ও দুইজন কার্যনির্বাহী সদস্যের সুপারিশসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিবন্ধন ফি ও মাসিক চাঁদার পরিমান হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে।

(গ) আজীবন সদস্য : সর্বোচ্চ সীমা ২০০০(দুই হাজার)।

এককালীন ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা মাত্র অনুদান দিয়ে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত চাঁদা অথবা মাসিক ২০০ টাকা অথবা ত্রৈমাসিক ৫০০ টাকা হারে চাঁদা একাদিক্রমে ৩ (তিন) বছর দিলেও আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

(ঘ) **দাতা সদস্যঃ** এককালীন অনুদানের পরিমান ১(এক) লক্ষ টাকা ।

(১) আজীবন সদস্যের সর্বোচ্চ সীমার ১০% অর্থাৎ ২০০ সংরক্ষিত (জন্মসূত্রে বা উত্তরাধিকারে গোপালগঞ্জ জেলার অধিবাসী)

(২) আজীবন সদস্যের সর্বোচ্চ সীমার ১০% অর্থাৎ ২০০ সরক্ষিত (সংগঠনের গঠনতন্ত্রে আস্থাশীল বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় জন্মসূত্রে বা উত্তরাধিকারে অধিবাসী)

(ঙ) স্বেচ্ছাসেবক সদস্যঃ সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে। সমাজসেবার ব্রতে বিনা পারিশ্রমিকে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী অথবা গোপালগঞ্জের অধিবাসী সংগঠনের বিধিমালা মেনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে । সেরা স্বেচ্ছাসেবক বা স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সনদ প্রদান করা হবে। সনদ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বিনা চাঁদায় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে আজীবন সদস্য হতে পারবেন ।

কেবলমাত্র সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় যোগ্যতা অনুযায়ী সদস্যভুক্তির আবেদন অনুমোদন করা হবে।

ধারা - ৯ ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার:

আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্যের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। আজীবন সদস্য সংগঠনের উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থে পরামর্শ দান এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

ধারা -১০ সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকরণ:

নিম্নে বর্ণিত এক বা একাধিক কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যপদ বাতিল হবে। তবে এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিপরীতে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট আপীল করার সুযোগ পাবেন।

(ক) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কোন কার্যক্রমে জড়িত হলে যাতে কার্যত সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।
(খ) একাদিক্রমে ৬ (ছয়) মাস মাসিক চাঁদা পরিশোধ না করলে।
(গ) গ্রহণযুক্ত কারণছাড়া একাদিক্রমে ৩ (তিন) সভায় অনুপস্থিত থাকেন বা সংগঠনের কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।
(ঘ) মস্তিস্ক বিকৃতি হলে।
(ঙ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া হলে।
(চ) সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ করলে।
(ছ) সংগঠনের মধ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের চর্চা ও প্রচার করলে ।
(জ) সংগঠনকে কোন প্রকার জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ব্যবহার করলে।
(ঝ) সংগঠনের নামে কোন প্রকার চাঁদাবাজি করলে অথবা কারো উপর জুলুম করলে।
(ঞ) সংগঠনের মাধ্যমে কোন প্রকার মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টায় অংশ নিলে।
(ট) সংগঠনের মধ্যে নারী ও পুরুষে কোন প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি করলে।
(ঠ) সদস্যদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ায় এমন কর্মকান্ডে অংশ নিলে।
(ড) নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিনষ্ট হলে অথবা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলে।
(ঢ) অসৎ কাজে উৎসাহ ও সৎ কাজে বাধা দিলে।

ধারা -১১ সদস্যপদ পুনঃলাভের পদ্ধতি:

যে কোন সদস্য সদস্যপদ হারালে তার ভুল সংশোধনের লিখিত প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পুনরায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ধারা ৬ (খ) এবং ধারা ৭ (৮) কার্যকর হবে।

ধারা -১২ সাংগঠানিক কাঠামো:

সংগঠনের ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে ৩ টি - যথা:

(ক) সাধারণ পরিষদ
(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ
(গ) উপদেষ্টা পরিষদ।

উপধারা - ১২ (ক) সাধারণ পরিষদ:

(১) সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিষদ হচ্ছে সাধারণ পরিষদ যেখানে সকল সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে।
(২) এ পরিষদ সদস্যদের ভোটাধিকার বলে সংগঠনের উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাজেট অনুমোদন করবে।
(৩) সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের ভোটাধিকার/মতামতের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে যার কার্যকাল হবে ৩(তিন) বছর।
(৪) সাধারণ পরিষদের নূণ্যতম $\frac{১}{৫}$ অংশ মহিলা থাকবে।
(৫) সংগঠনের আর্থিক নিয়মনীতি, নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।
(৬) সংগঠনের দুর্যোগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে এবং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
(৭) তলবী সভা আহ্বানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।
(৮) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।
(৯) প্রতি বছরে অন্তত ১ (এক) বার সাধারণ পরিষদের সভা হবে।

উপধারা - ১২ (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ :

(১) এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৫(পঁয়ত্রিশ) জন হবে।

(২) **(ক) সাধারণ পরিষদ** (২৩) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ নিয়োগ/নির্বাচিত করবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ ১২ সদস্য বিশিষ্ট **কো-অপ্ট** সদস্য মনোনীত করবে। সভাপতি গোপালগঞ্জ সোশ্ল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, মুকসুদপুর ও টুঙ্গিপাড়ার জন্য সরক্ষিত ৫(পাঁচ), অব্যবহতি সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক যদি থাকে সংরক্ষিত ২(দুই)। বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা, অভিজ্ঞতার আলোকে যিনি পরিষদকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবেন সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনে শূন্য পদে মনোনীত করা হবে ।

(৩) সংগঠনের কাজ কর্ম, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিদিনের কাজ কর্ম করা।
(৪) সংগঠনের বেতনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, সম্মানী/বেতন নির্ধারণ, অপসারণ।
(৫) প্রয়োজনে কমিটি, উপকমিটি গঠন।
(৬) আজীবন,সাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবক সদস্য ভূক্তির আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন করা অথবা বিবেচিত না হলে বাতিলকরণ।
(৭) সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য সংগঠনের নীতিমালার পরিপন্থী কাজ করলে তার সদস্যপদ বাতিল বা স্থগিতকরণ।
(৮) গঠনতন্ত্রের বিধি ও বিধানসমূহের অধীনে বর্ণিত ক্ষমতা ছাড়াও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
(৯) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, সাধারণ সভা, সেমিনার, র‍্যালি, সাময়িকী প্রকাশনা ও সংগঠনের প্রয়োজনীয় খরচের অনুমোদন ইত্যাদির সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।
(১০) প্রতি বছরে অন্তত ২ (দুই) বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হবে।

উপধারা - ১২ (গ) :

কার্যনির্বাহী পরিষদ কাঠামো :

(ক)

(১)	সভাপতি		- ১ জন।
(২)	সভাপতি মন্ডলী		- ৩ জন।
(৩)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক		- ১ জন।
(৪)	সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক		- ১ জন।
(৫)	পরিচালক	: সমাজ উন্নয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ।	- ১ জন।
(৬)	পরিচালক	: সমাজকল্যাণ সার্বিক বিভাগ।	- ১ জন।
(৭)	পরিচালক	: মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ।	- ১ জন।
(৮)	পরিচালক	: ক্রীড়া বিভাগ।	- ১ জন।
(৯)	পরিচালক	: সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ।	- ১ জন।
(১০)	পরিচালক	: প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ।	- ১ জন।
(১১)	পরিচালক	: শিক্ষা , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ।	- ১ জন।
(১২)	পরিচালক	: আইন বিভাগ।	- ১ জন।
(১৩)	পরিচালক	: অর্থ ও হিসাব বিভাগ।	- ১ জন।
(১৪)	পরিচালক	: দপ্তর বিভাগ।	- ১ জন।
(১৫)	কার্যনির্বাহী সদস্য	:	- ৭ জন।
(১৬)	কো-অপ্ট সদস্য	:	-১২ জন।
		মোট	৩৫ জন।

(খ) উপজেলাঃ

(১) গোপালগঞ্জ জেলা তথা গোপালগঞ্জের ৫ উপজেলায় সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সমন্বিত ভাবে পরিচালনার জন্য সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর অনুমোদিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে অভ্যন্তরীণ ভাবে জেলা হিসেবে অভিহিত করা হবে এবং গোপালগঞ্জ সোশ্‌ল্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন/ কাশিয়ানী/ কোটালীপাড়া/ গোপালগঞ্জ সদর/ মুকসুদপুর /টুঙ্গিপাড়া যা উপজেলা কমিটি হিসেবে সাংগঠনিক কাঠামোতে যুক্ত হবে ।

(২) জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন বা বাতিল করবে। এমনকি জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ উপজেলা কমিটির এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারবে ।

(৩) সাধারণ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সদস্য সংগ্রহ উপজেলা কমিটি করতে পারবে এবং তালিকা জেলা কমিটিকে দেবে।

(৪) উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ ২১ এবং উপদেষ্টা পরিষদ (৫-১৩) সদস্য বিশিষ্ট হবে ।

(৫) উপজেলার আয় ব্যয় জেলা কমিটি দ্বারা নিরিক্ষিত হবে তবে তাদের অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব জেলা কমিটি বহন করবে না।

(১)	সভাপতি	- ১ জন।
(২)	সভাপতি মন্ডলী	- ৩ জন।
(৩)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	- ১ জন।
(৪)	সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	- ১ জন।

(৫)	পরিচালক	: সমাজকল্যাণ সার্বিক বিভাগ।	- ১ জন।
(৬)	পরিচালক	: মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ।	- ১ জন।
(৭)	পরিচালক	: ক্রীড়া বিভাগ।	- ১ জন।
(৮)	পরিচালক	: সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ।	- ১ জন।
(৯)	পরিচালক	: প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ।	- ১ জন।
(১০)	পরিচালক	: শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ।	- ১ জন।
(১১)	পরিচালক	: অর্থ ও হিসাব বিভাগ।	- ১ জন।
(১২)	পরিচালক	: দপ্তর বিভাগ।	- ১ জন।
(১৩)	কার্যনির্বাহী সদস্য	:	- ৭ জন।
			মোট ২১ জন।

উপধারা - ১২ (ঘ) উপদেষ্টা পরিষদ :

(১) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সাধারণ সদস্য এবং/অথবা গঠনতন্ত্রের ধারা ৭(খ(১-৭)) মান্যকারী সমাজের গণ্যমান্য, সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন সৎ ও বিশেজ্ঞদের নিয়ে (**১০- ১৭**) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। উপদেষ্টাগণ সংগঠনের যে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে কার্যকারী পরিষদকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদকাল, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত কার্যক্রমের মেয়াদ শেষে বিলোপ করতে পারবে।

ধারা - ১৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের পদভিত্তিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(ক) **সভাপতি :**

(১) পদাধিকার বলে সংগঠনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(২) সংগঠনের সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা এবং অন্য যেকোন সভা ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন এবং সংগঠনের সকল কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

(৩) তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকদের সাথে আলোচনাক্রমে বিভাগীয় কমিটি গঠন/পুনঃগঠনসহ সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

(৪) তিনি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করবেন।

(৫) জরুরী সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে উত্থাপন করবেন।

(৬) গঠনতন্ত্র মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৭) সভাপতির কাস্টিং ভোটের অধিকার থাকবে।

(৮) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(৯) একাদিক্রমে ৩ বছর সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ০১ লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা - ১৩ (খ) **সভাপতিমন্ডলী:**

(১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য সভাপতির স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করবেন। তবে যে কোন কাজের জন্য সভাপতির নিকট জবাবদিহিতা থাকবে।

(২) সভাপতির কাজে সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

(৩) সভাপতি এবং সভাপতিমন্ডলীর জ্যেষ্ঠ সদস্য অনুপস্থিত থাকলে অন্য সভাপতিমন্ডলীর সদস্য সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সভাপতির স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) সংগঠনের কাজকে অধিকতর সুষ্ঠু ও গতিশীল করার জন্য সভাপতি কর্তৃক সভাপতিমন্ডলীর সদস্যদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) সভাপতিমন্ডলীর অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ তাদের কার্য মেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

(৬) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(৭) একাদিক্রমে ২ বছরের সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা - ১৩ (গ) **ব্যবস্থাপনা পরিচালক:**

(১) প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে সংগঠনের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সকল প্রকার সভা আহ্বান করবেন এবং সভা পরিচালনা ও কার্যবিবরণীসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

(৩) সংগঠনের স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করবেন এবং প্রয়োজনে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

(৪) তিনি সংগঠনের স্বার্থে আইন, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন।

(৫) তিনি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিল, ভাউচার অনুমোদন করবেন।

(৬) তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় রেজিস্টার নথিপত্র, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, দলিলপত্র ও যাবতীয় সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

(৭) তিনি কার্য্যনির্বাহী পরিষদে উত্থাপনের পূর্বে প্রয়োজন মনে করলে বিভাগীয় কর্ম-পরিকল্পনা/প্রকল্প, প্রতিবেদন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট ইত্যাদি নিরীক্ষণ, অগ্রাধিকারের ক্রম নির্ধারণ ও সুপারিশের জন্য সমাজ উন্নয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করবেন।

(৮) তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদক্রমে সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

(৯) তিনি হিসেবের বই তত্ত্বাবধান করবেন এবং পরিচালক অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাথে যৌথভাবে অর্থের বিষয়ে গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

(১০)তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণের জন্য অডিট কার্য যথাযথভাবে শেষ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।

(১০) সাধারণ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্নপদে কর্মচারী নিয়োগ করবেন এবং নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন/সম্মানী ও ছুটি মঞ্জুর করবেন।

(১১) সংগঠনের নূতন সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করবেন।

(১২) কর্মপরিকল্পনা তৈরী, বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (কার্যক্রমের খাতওয়ারী আয়- ব্যায়) তৈরী, বাজেট প্রস্তাব করে সাধারণ সভার উত্থাপন ও অনুমোদন নিবেন।

(১৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ব্যতীত সদস্যদের কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালনসহ তাদের সার্বিক সহযোগিতা ও গঠনমূলক পরামর্শদিবেন। তবে বিভাগীয় পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আন্তঃবিভাগীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন।

(১৫) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(১৬) তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

(১৭) একাদিক্রমে ৩ বছরের সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না

ধারা - **১৩** (ঘ) **সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক** ঃ

(১) সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংগঠন পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে পালন করবেন।

(২) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(৩) তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

(৪) একাদিক্রমে ২ বছরের সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা - ১৩ (ঙ) **পরিচালক:**

(১) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(২) একাদিক্রমে ২ বছরের সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা - ১৩ (চ) **কার্যনির্বাহী সদস্য:**

(১) কার্যনির্বাহী নির্বাহী সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

(৩) নূণ্যতম বয়স ৩২ (বত্রিশ) বছর।

(৪) মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ কোন সদস্যকে বাধ্যতামূলক ৩২ বছর শিথিল করে কার্যনির্বাহী সদস্যভুক্ত করা যেতে পারে তবে, এ ক্যাটাগরীর কার্যকরী সদস্য সংখ্যা কোনভাবেই মোট কার্যনির্বাহী সদস্যের $\frac{১}{৫}$ অংশের বেশী হবে না।

(৫) কার্য মেয়াদকালীন সময়ে কার্যনির্বাহী সদস্যের ২/৩ (তিন ভাগের দুই) ভাগ সদস্যকে কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

(৬) একাদিক্রমে ১ বছরের সংগঠনের সদস্য হতে হবে। এ ধারা ১লা জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা - ১৪: বিভাগীয় কাঠামো এবং কার্যপরিধি

বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সংগঠনের ১০(দশ) টি বিভাগ থাকবে। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব কাঠামো থাকবে। বিভাগীয় প্রধান থাকবেন একজন পরিচালক। প্রতিটি বিভাগে একজন সচিব থাকবেন। সচিব পরিচালকের সহযোগী। বিভাগীয় পরিচালকের পরামর্শক্রমে সচিব বিভাগীয় কার্য সম্পাদন, সকল প্রকার সভা আহ্বান, সভা পরিচালনা ও কার্যবিবরণীসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

১। সমাজ উন্নয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ:

(ক) বিভাগীয় প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপাত্ত গবেষণার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ক্রম নির্ধারণ করা।

(খ) সংগঠনের কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ ও কর্মসূচি/প্রকল্প ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করা।

(গ) গবেষণার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কর্ম পদধতি নির্ণয়ে প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক এক বা একাধিক গবেষণা সেল গঠন এবং গবেষণা সেল এর জন্য সমন্বয়ক (co-ordinator) নিয়োগ দান।

(ঘ) স্বাধীনভাবে পরিচালক কর্তৃক কর্মসম্পাদন করা। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

(ঙ)সচিব বিভাগীয় প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং বিভাগীয় সভায় উত্থাপন করবেন।

(চ) প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান	: পরিচালক
(২) সদস্য	: সভাপতি
(৩) সদস্য	: সভাপতি মন্ডলীর সদস্য
(৪) সদস্য	: সভাপতি মন্ডলীর সদস্য
(৫) সদস্য	: সভাপতি মন্ডলীর সদস্য
(৬) সদস্য	: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(৭) সদস্য	: পরিচালক সমাজকল্যাণ সার্বিক বিভাগ
(৮) সদস্য	: পরিচালক অর্থ ও হিসাব বিভাগ
(৯) সচিব	: সংগঠনের সদস্য/কর্মচারী

২। সমাজকল্যাণ সার্বিক বিভাগ ঃ

(ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা- ৬ উপ ধারা (২),(৫),(৬),(৭),(৮),(৯),(১০),(১৩) এর আলোকে সমাজের কল্যাণার্থে সকল কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি/প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

(খ) বিভিন্ন বিভাগের সাথে বিশেষতঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং প্রচার ও প্রকশনা বিভাগ এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচী পালন।

(গ) বিভাগীয় পরিচালক স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদের সমন্বয়ক(co-ordinator) থাকবেন।

(ঘ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ)বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

কাঠামো

১। বিভাগীয় প্রধান	: পরিচালক
২। সদস্য	: পরিচালক মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ
৩। সদস্য	: পরিচালক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
৪। সদস্য	: কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য
৫। সদস্য	: পরিচালক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
৬। সদস্য	: পরিচালক ক্রীড়া বিভাগ
৭। সদস্য	: পরিচালক প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
৮। সচিব	: সংগঠনের সদস্য/কর্মচারী

৩। **মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগ:**

(ক) মহিলা ও শিশুদের কল্যাণার্থে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি/প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(খ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্য মেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

<u>কাঠামো</u>

১। বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
২। সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য (মহিলা)/ সংগঠনের সদস্য(মহিলা)
৩। সদস্য : সংগঠনের সদস্য (মহিলা)
৪। সদস্য : সংগঠনের সদস্য (মহিলা)
৫। সচিব : সংগঠনের সদস্য (মহিলা) / কর্মচারী

৪। **ক্রীড়া বিভাগ:**

(ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা-৬ উপ ধারা (১১) এর খেলাধুলা ও উপ ধারা (১২) বিষয়ক কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচী/প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(খ) প্রতি ৩ (তিন)মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

<u>কাঠামো</u>

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৩) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য / কর্মচারী

৫। **সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ:**

(ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা-৬ উপ ধারা (১১) এর সাহিত্য ও শিল্পকলা চর্চা বিষয়ক কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি/প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(খ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

<u>কাঠামো</u>

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৩) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য / কর্মচারী

৬। **প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ:**

(ক) প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি/প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(খ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্য মেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৩) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য / কর্মচারী

৭। **শিক্ষা**, বিজ্ঞান **ও প্রযুক্তি বিভাগ:**

(ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারা- ৬ উপ ধারা (১),(৩),(৪),(১৫) এর আলোকে শিক্ষা, বিজ্ঞান **ও প্রযুক্তি** বিষয়ক কর্মসূচী/প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(খ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৩) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য / কর্মচারী

৮। **দপ্তর বিভাগ:**

(ক) সংগঠনের সকল দাপ্তরিক দায়িত্বপালন করবেন।
(খ) প্রাপ্ত চিঠি-পত্র, ই-মেইল সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অবহিত করবেন এবং পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।
(গ) সংগঠনের সকল নথি, ফাইল ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
(ঘ) দপ্তরের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য কর্মসূচি /প্রকল্প প্রণয়ন, বিভাগীয় খসড়া বাজেট তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন পেশ। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
(ঙ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(চ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্যমেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৩) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য / কর্মচারী

৯। **আইন বিভাগ:**

(ক) সংগঠনের যাবতীয় আইনী সহায়তা প্রদান।
(খ) ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে দুঃস্থ ও গরীব লোকদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান।
(গ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক, আইনজীবী
(২) সদস্য : আইনজীবী (কার্যনির্বাহী সদস্য/সংগঠনের সদস্য)
(৩) সদস্য : আইনজীবী (সংগঠনের সদস্য)
(৪) সদস্য : আইনজীবী (সংগঠনের সদস্য)
(৫) সচিব : আইনজীবী (সংগঠনের সদস্য) / কর্মচারী

১০। **অর্থ ও হিসাব বিভাগ :**

(ক) গঠনতন্ত্রের ধারা - ১৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (গাইড লাইন) অনুসরণ সহ সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।
(খ) আয়-ব্যয় হিসাব ক্যাশ বইতে উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।
(গ) সংগঠনের খরচ, বিলের ভাউচার ও সদস্যদের চাঁদার হিসাবসহ সকল প্রকার আর্থিক হিসাবপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
(ঘ) সংগঠনের মাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট করানোর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করবেন।
(ঙ) ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।
(চ) তিনি সংগঠনের পক্ষে সকল টাকা গ্রহণ ও প্রদানের রশিদে স্বাক্ষর দিয়ে সিল প্রদান করবেন ও ইস্যু করবেন।
(ছ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট ও হিসাব এর অডিট বিষয়ে বার্ষিক রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।
(জ) তিনি সংগঠনের ফান্ডের দায়িত্বে থাকবেন এবং অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য স্বচ্ছতা ও পরিপূর্ণ জবাবদিহিতা থাকবে তার।
(ঝ) তার দায়িত্বে থাকবে সেভিংস সার্টিফিকেট, ফিক্সড ডিপোজিট রশিদ, ব্যাংক চেক বই ও অন্যান্য মূল্যবান দলিলাদি।
(ঞ) তিনি জরুরি প্রয়োজনে খরচের জন্যে অনধিক ২০০০(দুই হাজার) টাকা স্বহস্তে রাখতে পারবেন।
(ট) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(ঠ) বিভাগীয় পরিচালককে তার কার্য মেয়াদকালীন সময়ে কমপক্ষে ৬ মাস গোপালগঞ্জে বসবাসরত হতে হবে।

কাঠামো

(১) বিভাগীয় প্রধান : পরিচালক
(২) সদস্য : ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(৩) সদস্য : কার্যনির্বাহী সদস্য
(৪) সদস্য : সংগঠনের সদস্য
(৫) সচিব : সংগঠনের সদস্য/কর্মচারী

ধারা - ১৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

ক) সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সরকারি/বেসরকারি, দেশী/বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান বা ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য উৎসের আয়ই সংগঠনের আয় বলে বিবেচিত হবে।
(খ) আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার অনুমোদিত গোপালগঞ্জ শহরে অবস্থিত যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে এক বা_ একাধিক চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব থাকবে।
(গ) হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালক অর্থ ও হিসাব বিভাগ নিম্নে বর্ণিত টাকা উত্তোলন ধারাসমূহের আলোকে যে কোন ২ (দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ধারা: টাকা উত্তোলন

(ক) ১ (এক) - ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ।	কোন বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে না।
(খ) ৫০,০০১/-(পঞ্চাশ হাজার এক) - ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ।	সমাজ উন্নয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ/ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।
(গ) ১০০,০০১/- (এক লক্ষ এক বা তদুর্ধ) টাকা।	কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা - ১৬ নির্বাচন পদ্ধতি:

(ক) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবে।

(গ) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না কাযনির্বাহী পরিষদের এমন সদস্য অথবা উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

(ঙ) যতগুলো ক্যাটাগরীতে ভোট প্রদানের সুযোগ থাকবে, একজন সদস্য সর্বোচ্চ ততগুলো ভোটই দিতে পারবেন। তিনি কোনো একক ব্যক্তিকে একাধিক ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

(চ) (১) নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীকে কাস্টিং ভোটের ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেতে হবে। দুয়ের অধিক প্রার্থীর ক্ষেত্রে কেউ ৫০ শতাংশের অধিক ভোট না পেলে নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে।

(২) দুই বা ততোধিক প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

(ছ) সংগঠনের সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কোন ব্যক্তি পরপর ২ (দুই) মেয়াদের বেশী উক্ত পদে নির্বাচন করতে পারবে না। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

(জ) বিদ্যমান (Incumbent) কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

(ঝ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে।

ধারা - ১৭ সভাসমূহ:

(ক) সাধারণ পরিষদের সভা:

সাধারণ পরিষদের সভা প্রতি এক বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ৫১ শতাংশ এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা:

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ২ (দুই) টি করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদসদের ৫১ শতাংশ এর উপস্থিতিতে।

(গ) জরুরী সভা:

(১) সাধারণ পরিষদের সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ১/৩ এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ১/৩ এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ পরিষদের সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ৫১ শতাংশ এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(ঙ) তলবী সভা:

(১) সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

(২) সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী ১৫ (পনর) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংগঠনের অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

চ) মুলতবী সভা:

(১) সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচচ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

(২) সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাদের মতামত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

(৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

ধারা - ১৮ পদত্যাগ ও অনাস্থা প্রস্তাব:

যদি কোন কারণে কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চান তবে সভাপতি/ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে আবেদন করবেন। সভাপতি/ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদত্যাগ করতে চাইলে সভাপতি মন্ডলীর জ্যেষ্ঠ সদস্য /সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে আবেদন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদের বিরুদ্ধে ২/৩ ভাগ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে। এ ধরনের প্রস্তাব ২/৩ ভাগ সাধারণ সদস্যের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা - ১৯ শূণ্যপদ পূরণ:

সাধারণ পরিষদের ৫১ শতাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূণ্যপদ অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকরী হবে।

ধারা - ২০ অডিট:

সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) বা সংশিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ ধরণের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা - ২১ বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক:

সংগঠনটি বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরণ করবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংগঠনটি সরকারের যে কোন একটি সিডিউল ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

ধারা - ২২ গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি:

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচেছদের উপর সংগঠনের সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহনের পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা I - ২৩ আইন ও বিধির প্রাধান্য:

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংগঠনটি ১৯৬১ সনের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (নম্বর ৪৬) এর ৪(৩) ধারার অধীনে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করবে।

ধারা - ২৪ সংগঠনের বিলুপ্তি:

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংগঠনের সাধারণ পরিষদের ৪/৫(পাঁচ ভাগের চার) ভাগ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিলুপ্তিকালে সংগঠনের কোন দায়-দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিঃ দ্রঃ সর্বশেষ সংশোধনী সমূহ ১৮ আগস্ট, ২০২২ ইং সাধারণ সভায় উত্থাপিত ও গৃহীত হয় ।